কুয়াশার রেশম

কুন্তল চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশিত হয়
'দোলন চাঁপা' ম্যাগাজিনের
দ্বাবিংশ সংখ্যায়(২০২৬)

খুব আনন্দের সঙ্গে সুকলকে জানাচ্ছি “দোলন চাঁপা”ম্যাগাজিনের দ্বাবিংশ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। শিশু কিশোর বিভাগে অনেকেই এবার লেখা দিয়েছিলো সকল লেখা চূড়ান্ত পর্যায় বাছাইয়ের পর কিছু সংখক লিপিবদ্ধ ভাবনা পশ্চিম বঙ্গের অনেক লেখকদের সাথে যুদ্ধ করে জায়গা করে নিয়েছে এখানে। সেই সকল প্রতিভাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যাদের লেখা এখানে জায়গা করে উঠতে পারেনি তারা দুঃখ পেয়ো না, লিখে যাও, ভেবে যাও, নিজেকে বিকাশত করে যাও, তোমরা ঠিক নিজেদের জায়গা প্রতিস্থাপন করতে পারবে। সকলকে একটাই অনুরোধ কলম ছেড়ো না, বাংলা ভাষা কে ছেড়ো না, যাদের লেখা এখানে জায়গা করে নিয়েছে তাদের কাছে পত্রিকাটি খুব শীঘ্রই পৌঁছে যাবে। আর কেউ যাদি পত্রিকাটি সংগ্রহ করতে চাও আমাকে (Sramana Biswas) 98013208141 এই নম্বরে DM করো। ভাষার চর্চা দীর্ঘজীবী হোক...

বিষয়-সূচি

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো	রতন কুমার নাথ	৪৪
আমার বিড়াল	জসীম উদ্দীন	৪৫
সেই অপরিমেয় দূরত্ব	রাইহান আহমেদ	৪৭
এক চিরন্তন বন্ধনের গীতি	শ্রমণা বিশ্বাস	৫০
শিশু-কিশোর কলমে		
গাছবাড়ির রহস্য	রুদ্রনীল রায়	৫২
যেমন কর্ম তেমন ফল	প্রীতম দাস	৫৩
স্নেহের দাম	স্পন্দন পাণ্ডা	৫৪
কুয়াশার রেশম	কুন্তল চক্রবর্তী	৫৭
স্মৃতির পাতা থেকে	শৌর্য্যদীপ ভট্টাচার্য্য	৫৮
ডানা	সিমরান	৫৯
দৌড়	অর্ণব দাস	৫৯
আমারই জন্য	সাহির জুনায়েদ	৫৯
জীবনের খেলা	রাজেন্দ্র কয়াল	৬০
সেই বুনোফুলটা	স্নেহাশিস রায়	৬০
শীতের দিন	সোহম সাহু	৬১
বৃথা আত্মগোপন	শীর্ষ সরকার	৬১
নারী জাগো	রূপায়ন রায়	৬২
ধারাবাহিক		
বড় মানুষদের কথা	মীরাতুন নাহার	৬৩

কুয়াশার রেশম

১১/১১/২০২৫

কুন্তল চক্রবর্তী

কুয়াশার রেশম

একদা এক শান্ত, প্রাচীন গ্রাম-যার নাম ছিল শালবনী। গ্রামটি যেন প্রকৃতির হাতে আঁকা একটি ভেজা জলরঙের ছবি। সেখানে বর্ষাকালে কুয়াশা এমন ঘন হতো যে তাকে মনে হতো আকাশ থেকে নেমে আসা সাদা, শীতল রেশম। গ্রামের প্রান্তে ছিল শিউলি দিঘি। দিঘির জল সবসময়ই স্থির, আর তার পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মাত্র ছাতিম গাছ।

এই দিঘি নিয়েই ছিল ভয়াল নীরবতা। শুভ্র, একজন স্থপতি এবং পুরনো সৌন্দর্যের পূজারী, শহরে জীবন ছেড়ে এসেছিলেন শালবনীতে, পুরোনো মন্দিরগুলির নকশা সংগ্রহ করতে। তিনি দিঘির কাছেই একটি ছোট্ট, টালির ছাউনি দেওয়া বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তাঁর প্রথম রাতে, ঘন কুয়াশা জানালার কাঁচ ভেদ করে যেন ঘরের ভেতরে ঢুকতে চাইল। শুভ্র দেখলেন, দিঘির উপরে কুয়াশাটি স্থির নয়-তা যেন শ্বাস নিচ্ছে। হঠাৎ, তিনি অনুভব করলেন এক তীব্র, মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটি চেনা, কিন্তু এত গাঢ় যে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে-ঠিক যেন ভেজা মাটির সাথে মিশে থাকা রজনীগন্ধার গন্ধ। তিনি জানালা খুললেন। কুয়াশা ভেদ করে দিঘির মাঝখানে এক আলোর বিন্দু দুলছে। এটি কোনো লণ্ঠন বা জোনাকি নয়; এটি ছিল এমন একটি আলো যা নিজেই শোক বহন করছে। পরের রাতে, সেই রজনীগন্ধার গন্ধ আবার ফিরে এল। কিন্তু এবার শুভ্র পরিষ্কার শুনতে পেলেন। দিঘির শান্ত জলে যেন কেউ খুব ধীরে ধীরে হাত ডুবিয়ে আছে। শব্দটা ছপ... ছপ... কিন্তু তা এত মৃদু যে তা কান নয়, আত্মা দিয়ে শুনতে হয়। কুয়াশার আবরণের ওপারে, ছাতিম গাছের নিচে, তিনি দেখলেন একটি আবছা অবয়ব। সেটি কোনো স্পষ্ট মানুষের আকৃতি নয়-তা শুধু কুয়াশার বুননে তৈরি একটি দীর্ঘ, কালো ছায়া। ছায়াটির হাত থেকে কুয়াশা যেন পাতলা আঁচলের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল। শুভ্র লক্ষ করলেন, দিঘির পাড়ে যে মাটি, তা ভেজা থাকলেও সেখানে কোনো পদচিহ্ন নেই। তবুও প্রতি রাতে, সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে একটি নতুন, উজ্জ্বল রজনীগন্ধার ফুল পড়ে থাকে। এটি এমন একটি ফুল যা কোনো মানুষ ছিঁড়ে আনেনি-এ যেন দিঘির জল নিজেই উপহার দিয়েছে। সপ্তম রাতে, যখন রজনীগন্ধার গন্ধ এবং জলের শব্দ সবচেয়ে তীব্র হল, তখন কুয়াশার আঁচলটি যেন একটু সরে গেল। শুভ্র দেখলেন, ছাতিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সেই আবছায়ার অবয়বটি এবার তার দিকে সামান্য ঘুরে তাকাল। সেখানে কোনো মুখ ছিল না। শুধু দুটি জায়গায় আলোকরশ্মি পড়ছিল-যেন দুটি স্থির, তৃষ্ণার্ত চোখ। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল সেই মুহূর্তের উপলব্ধি। সেই চোখ দুটির চাহনিতে কোনো ক্রোধ ছিল না, কোনো আক্ষেপ ছিল না। ছিল শুধু অনন্ত, গভীর ক্লান্তি। যেন একটি আত্মা সহস্র বছর ধরে দিঘির জলে নিজের শীতল রেশম খুঁজছে। শুভ্র তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু সেই ক্লান্তি যেন তাঁর ঘরের ভেতরের বাতাসেও মিশে গেল। তিনি জানতেন, শিউলি দিঘির সেই অশরীরী আত্মা প্রতিশোধ চায় না; সে শুধু চায় এই কুয়াশার রেশম থেকে মুক্তি। আর সেই মুক্তি খুঁজতে, সে প্রতি রাতে তাঁর নিঃশ্বাস চুরি করছিল।

Other books written by Kuntal Chakraborty

- History Of World(11.12.2020 and 2021-2023)[FirstVolume]
- পৃথিবীর ইতিহাস (11.12.2020and2021-2023)[প্রথম খণ্ড]
- সিরাজ দৌলার প্রতিশোধ (বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব) কুন্তল চক্রবর্তী